দ্বিতীয় মেট্রোর স্বপ্ন-সন '১০

স্টাফ রিপোর্টার

নির্ঘণ্ট মেনে সব ঠিকঠাক চললে ২০১০ সালেই পূর্বে রাজারহাট থেকে গঙ্গার পশ্চিমে হাওড়ার দাশনগর পর্যন্ত মেট্রো রেল ছুটবে তীব্র গতিতে। সেই স্বপ্নই দেখিয়ে গেলেন ই শ্রীধরন।

দিল্লি মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন (ডি এম আর সি)-এর প্রাথমিক সমীক্ষার ভিত্তিতে বুধবার মহাকরণে রাজ্য সরকারি কর্তাদের সামনে দ্বিতীয় মেট্রো প্রকল্প সম্পর্কে একটি ভিডিও উপস্থাপনা পেশ করেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীধরন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেশের এই বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ-আমলা জানালেন, রাজ্য সরকারের বরাত অনুযায়ী এই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো-প্রকল্পের জন্য বিশদ রিপোর্ট তৈরি তাঁরা শুরু করে দিয়েছেন। ঠিক ছ'মাস পরে, নভেম্বরে ডি এম আর সি বিশদ প্রকল্প-রিপোর্ট জমা দেবে। শ্রীধরনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ২০০৫ এর অক্টোবরে প্রকল্পের আসল নির্মাণকাজ শুরু করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ২০১০-এই ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো রেলপথে শুরু হয়ে যাবে যাত্রী চলাচল।

গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো টানেল? সংশয়বাদীদের সংশয় নস্যাৎ করে দিয়ে শ্রীধরন জানিয়েছেন, প্রযুক্তি উন্নয়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই প্রকল্পকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী বলতেও তিনি রাজি নন। অনায়াসেই প্রকল্প রূপায়ণ হবে। শ্রীধরনের বক্তব্য: নদীর তলায় টানেল কাটিতে হবে না। তৈরি টানেল নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে। কোনও সমস্যাই শ্রীধরনের কাছে সমস্যা নয়। ২৪ কিলোমিটার রেলপথের ৯ কিলোমিটার থাকবে মাটির তলায়। বাকি ১৫ কিলোমিটার রেলপথ যাবে মাটিরও উঁচু দিয়ে, স্তম্ভের মাথায় মাথায়। শ্রীধরন ইতিমধ্যেই তাঁর বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ সমীক্ষা করেছেন।

শ্রীধরন জানিয়েছেন, কলকাতায় উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো রয়েছে। তার সম্প্রসারণের কাজ চলছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দিল্লিতেও মেট্রো চলাচল শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদে মেট্রো চালানোর বিশদ প্রকল্প-রিপোর্ট তৈরি। এবং এখন সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে চেন্নাই, মুম্বই আর আমদাবাদ। কলকাতার দ্বিতীয় মেট্রো-প্রকল্পের পরিকল্পনা এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে।

শ্রীধরনের দাবি: প্রকল্প রূপায়ণের বরাত পেলে ডি এম আর সি একই সঙ্গে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। প্রকল্পের খরচ সম্পর্কে বিশদ হিসেব শেষ না হলেও তিনি মনে করেন, এখনই কাজে হাত দিলে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার মতো খরচ হবে। ২০১০ সাল লক্ষ্যসীমা ধরলে খরচটা শেষমেশ ছ'হাজার কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রকল্পের খরচ জোগানের যে সূত্র তাঁরা প্রাথমিক ভাবে ভেবে রেখেছেন, সেই অনুযায়ী প্রকল্পের ২০ শতাংশ খরচ জোগাবে কেন্দ্র, ২০ শতাংশ রাজ্য। বাকি ৬০ শতাংশ আসবে বেসরকারি পুঁজি, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ আর পাবলিক ইস্যু থেকে।